শিল্প মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২

১৮ আশ্বিন ১৪৩০ ◆ ০৩ অক্টোবর ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি
মোঃ সাহাবুদ্দিন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়

‘যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান’

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়

শিল্প মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২

১৮ আশ্বিন ১৪৩০ ◆ ০৩ অক্টোবর ২০২৩

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২

প্রকাশকাল
০৩ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
১৮ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৯১ মতিঝিল, বা/এ
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

সার্বিক পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধান
জনাব জাকিয়া সুলতানা
সিনিয়র সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ
জামিল আক্তার, নকশাবিদ

মুদ্রণ: পানগুছি এন্টারপ্রাইজ
ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৭১৬৮৩৯৩৯৬
ই-মেইল: panguchicg1983@gmail.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৩ আশ্বিন ১৪৩০
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিল্পখাতের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের বর্তমান জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান প্রায় ৩৭.০৭ শতাংশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী থাকাকালে অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনকল্পে তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে শিল্পায়নের ধারাকে বেগবান করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু দেশীয় কাঁচামাল-নির্ভর শিল্প কারখানা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের আলোকে বাংলাদেশের শিল্পায়নের ধারা এগিয়ে যাচ্ছে। শিল্পখাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকার ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে। সরকারের গৃহীত শিল্পনীতি ও কর্মসূচির ফলে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং টেকসই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ও নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও শিল্পখাতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। শিল্প কারখানায় অত্যাধুনিক ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে দেশে এখন বিশ্বমানের শিল্পপণ্য উৎপাদন হচ্ছে এবং রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবদান সুসংহত হচ্ছে।

শিল্পখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণে বেসরকারি খাতের অবদান অনস্বীকার্য। আমি মনে করি, বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান শিল্পায়নে উদ্যোক্তাদের আরো বেশি উৎসাহ যোগাবে। আমি সম্মাননাপ্রাপ্ত সকল শিল্পোদ্যোক্তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। সকলের সহযোগিতা ও কার্যকর অবদানের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যেই আমরা এ দেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' ও প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত উন্নত-সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশে' রূপান্তরিত করতে পারবো- ইনশাল্লাহ।

আমি 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি ।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ আশ্বিন ১৪৩০
০১ অক্টোবর ২০২৩

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত শিল্প উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে তৎকালীন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী থাকাকালীন সর্বপ্রথম এ অঞ্চলে শিল্প প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে শিল্পায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি ১৯৫৭ সালে ইস্ট পাকিস্তান স্মল এন্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ (ইপসিক) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতার পর তিনি তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের ধারা বেগবান করে টেকসই ও সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশব্যাপী শিল্পখাতের কার্যকর বিকাশে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব ও পরিকল্পিত শিল্পায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আমরা জাতীয় শিল্পনীতি-২০২২ প্রণয়ন করেছি। পাশাপাশি খাতভিত্তিক পৃথক নীতিমালাও তৈরি করা হয়েছে। আমাদের সরকারের গৃহীত শিল্পনীতি ও কর্মসূচির ফলে দেশে টেকসই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পখাত দ্রুত বিকশিত হচ্ছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশের জন্য আমরা সারাদেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছি। ফলে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক দেশ থেকে এগিয়ে আছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। দেশের মোট জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

সারা বিশ্বে চলমান শিল্প বিপ্লবের ধারা শিল্প উৎপাদনে ব্যাপক প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এনেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটিক টেকনোলজির ব্যবহার শিল্প উৎপাদনের ধারা পাল্টে দিয়েছে এবং পূর্বের তুলনায় উৎপাদনশীলতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিল্প-কারখানায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা তৈরি হয়েছে। এ ধারা এগিয়ে নিতে আমাদের সরকার সম্ভব সব ধরনের নীতি সহায়তা ও প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। এতে করে দেশের শিল্পখাত উজ্জীবিত হচ্ছে এবং জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের ধারা বেগবান হচ্ছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার' প্রদানও আমাদের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও নীতি সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে আমি মনে করি, বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা শিল্পখাতে তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে অনুপ্রাণিত হবেন। তাঁরা নিজ নিজ শিল্প-কারখানায় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে মনোযোগী হবেন এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করে রপ্তানি বৃদ্ধিতেও অবদান রাখবেন। ফলে একদিকে যেমন উদ্যোক্তারা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবেন, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হবে। দেশে নতুন শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়াস জোরদার হবে বলে আমার বিশ্বাস।

শিল্পায়নের চলমান ধারা অব্যাহত রেখে আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ তথা জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিল্পোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার-২০২২' প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ মহৎ আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, বিশ্ব বরেণ্য নেতা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশে শিল্প ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের যুগোপযোগী শিল্পনীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করেছে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে দেশ ক্রমশ শিল্প ও সেবাখাতমুখী অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিনিয়োগ ও টেকসই শিল্পায়নের প্রসার ঘটাতে এলাকাভিত্তিক শিল্প ক্লাস্টার ও খাতভিত্তিক শিল্প পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে- যেখানে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন শিল্প স্থাপন করে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ফলে নিজস্ব মেধা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে শিল্পোদ্যোক্তারা বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করেছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০ এবং রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে এবং মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ও শিল্প প্রতিমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে চলেছে। এর ফলে ইতোমধ্যে শিল্পায়ন, বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে গতিশীলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই গতিশীলতা চলমান রাখতে শিল্প মন্ত্রণালয় শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন প্রকারের প্রণোদনা প্রদান করছে। গুণগত শিল্পায়নে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা হচ্ছে।

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার-২০২২' একটি অনন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি টেকসই শিল্পায়নে বিনিয়োগ ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে উৎসাহ এবং প্রেরণা যোগাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ।

আমি 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান অনুষ্ঠানের এবং নির্বাচিত সকল প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এম পি)

মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে এ মহৎ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে দ্বিতীয়বারের মত এ পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহানায়ক, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত। বাঙালি জাতি অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ থেকে ৩০ মে ১৯৫৭ পর্যন্ত তদানিন্তন কোয়ালিশন সরকারের শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ওই সময় তিনি আমাদের এই ব-দ্বীপে শিল্পায়নের ওপর গুরুত্ব উপলব্ধি করে গণপরিষদে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (ইপসিক) বিল উত্থাপন করেন, যা ১৯৫৭ সালের ৩০ মে কার্যকর হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে ইপসিকের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) করা হয় এবং তখন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি তৃণমূল পর্যায়ে শিল্পায়নের গুরুদায়িত্ব পালন করছে।

বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বিসিকের মাধ্যমে ইতোমধ্যে গ্রাম-গঞ্জে হাজার হাজার শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠেছে। বিসিক নগরিতে স্থাপিত অনেক ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান এখন দেশের খ্যাতনামা শিল্প গ্রুপে পরিণত হয়েছে। তাদের প্রচেষ্টায় দেশের শিল্পখাত ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান বেড়ে চলেছে। এক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় ক্যাটালিস্ট হিসেবে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের আলোকে সরকারি ও বেসরকারিখাতে দক্ষতা বাড়িয়ে একটি শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ আমাদের লক্ষ্য। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

টেকসই বেসরকারিখাত শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল চালিকাশক্তি। বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদন, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বেসরকারিখাতের অবদান সবচেয়ে বেশি। গুণগত শিল্পায়নের ধারা জোরদারের স্বার্থেই বেসরকারিখাতের এ অবদানের স্বীকৃতি দেয়া জরুরি। সরকারিভাবে এ ধরণের স্বীকৃতির উদ্যোগ বেসরকারিখাতকে উৎসাহিত করবে এবং সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতি চাঙ্গা করতে তাদের প্রেরণা যোগাবে। শিল্পোন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদান স্মরণে এবং আলোকিত শিল্প উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে এ পুরস্কার প্রবর্তন ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এর মধ্য দিয়ে শিল্পোন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী অবদানকে স্মরণ করার পাশাপাশি শিল্পায়নের অভিযাত্রা জোরদারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে স্বীকৃতি দেয়া হলো। এ সৃজনশীল উদ্যোগ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, বিশ্ব বরেণ্য নেতা, উন্নয়নের ধ্রুবতারা, সফল রাষ্ট্রনায়ক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাকে বাস্তবে রূপায়নে বেসরকারিখাতের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' এর জন্য নির্বাচিতদের অভিনন্দন জানাই।

(নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এম পি)

প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের শিল্পখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নির্বাচিত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম এ দেশের শিল্পখাতের উন্নয়ন ও বিকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৬ সালে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি রোধ এবং গ্রামীণ সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি শিল্পখাতের উন্নয়নে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দেশের অর্থনীতিকে একটি শক্তিশালী ভিত্তিতে আসীন করার লক্ষ্যে শিল্পায়নের ধারাকে বেগবান করাই ছিলো তাঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন। জাতির পিতার শিল্পোন্নয়নের ভাবনার সফল বাস্তবায়ন, জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান. সরকারি/বে-সরকারি খাতে শিল্প স্থাপন ও বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ, প্রণোদনা সৃষ্টি এবং সৃজনশীলতা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার প্রবর্তন করে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে শিল্পখাতকে উৎসাহ প্রদানে এ গৌরবজনক পুরস্কার আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই রক্ত ও আদর্শের সুযোগ্য উত্তরাধিকার বঙ্গকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত ও আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এর ফলে শিল্পপণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে দেশের শিল্পখাত অসামান্য অবদান রাখছে। শিল্পবান্ধব আইন, নীতি, বিধিমালা প্রণয়ন, শুল্ক ও কর কাঠামো নির্ধারণ, উদ্যোক্তাদের নীতি সহায়তা প্রদান, অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ ও মানোন্নয়নসহ সামগ্রিক শিল্পায়ন প্রক্রিয়া বেগবান করার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় সবসময় ক্যাটালিস্টের ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশব্যাপী মাঝারি ও ভারি শিল্পের প্রসার ঘটেছে এবং টেকসই শিল্পায়নের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে। শিল্প ক্ষেত্রে সরকারের দূরদর্শী ও বহুমাত্রিক পরিকল্পনার ফলে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) শিল্পের অবদান ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে এক অন্যতম উদীয়মান শক্তি এবং সমগ্র বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। মধ্যম আয়ের এই বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে পৌঁছাতে হলে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হবে।

আমি 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রাপ্তদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(কামাল আহমেদ মজুমদার এম পি)

FBCCI
FEDERATION OF BANGLADESH CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY

সভাপতি
এফবিসিসিআই

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। শিল্পখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে শিল্প উদ্যোক্তা এবং প্রতিষ্ঠানকে দ্বিতীয় বারের মতো এমন সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ নেয়ায় দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এর পক্ষ থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়কে অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশে শিল্প বিপ্লবের গোড়াপত্তন হয়েছিলো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। তিনি স্বাধীনতাত্তোরকালে দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে শিল্পায়নে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য ঠিক করেছেন। তাঁর প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বিশ্ব অর্থনীতিতে এক অন্যতম উদীয়মান শক্তি। সরকারের সাথে বেসরকারি খাতের সম্মিলিত উদ্যোগেই দেশের এ অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরও গতিশীল করতে দেশে টেকসই শিল্পায়নের বিকল্প নেই। শিল্পখাতের গুণগত উন্নয়নে স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের সৃজনশীল উদ্ভাবন, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অর্জন এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে বাণিজ্য কৌশল গ্রহণ করতে হবে। শিল্পের গুণগত পরিবর্তনের অভিযাত্রায় স্থানীয় উদ্যোক্তারা ইতোমধ্যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাদের প্রয়াসকে আরও সমৃদ্ধ করতে শিল্পবান্ধব নীতি সহায়তা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। সরকারের পাশাপাশি সহায়ক শক্তি হিসেবে এফবিসিসিআই কাজ করে যাচ্ছে।

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকারের ধারাবাহিক পৃষ্ঠপোষকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ স্বীকৃতি উদ্যোক্তাদের টেকসই শিল্প স্থাপন, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ এবং উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এফবিসিসিআই এর পক্ষ থেকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' এর জন্য নির্বাচিত সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি এই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

মাহবুবুল আলম

সিনিয়র সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের শিল্পখাতে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হচ্ছে। এ আয়োজন করতে পেরে আমি আনন্দিত। এ কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম এ দেশের শিল্পখাতের উন্নয়ন ও বিকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য কৃষি ও শিল্পবিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনায় বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের শিল্পোন্নয়নে সফল উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিতকরণে শিল্প মন্ত্রণালয় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার' প্রবর্তন করেছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ১৩টি দপ্তর/সংস্থা দেশের শিল্প উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয় ২০০৯-২০২৩ সময়ে ১৪টি আইন, ১৯টি নীতিমালা এবং ১১টি বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করেছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী উদ্যোগ ও নীতি সহায়তার ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৭.০৭% এ উন্নীত হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৯৯.২০% বাস্তবায়ন, এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ ২২.৩৩ লক্ষ মে. টন লবণ উৎপাদন, ৭.১৬ লক্ষ মে. টন ইউরিয়া সার উৎপাদন, চিনি শিল্পে একর প্রতি ৮২ মে. টন পর্যন্ত আখ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। চামড়া শিল্পে ১.২৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার রপ্তানি আয় অর্জিত হয়েছে। সাভারের সিইটিপিকে সর্বোচ্চ মনিটরিং ও ওভারহোলিং এর মাধ্যমে ইফ্লুয়েন্টের মানমাত্রা পরিবেশ আইনে নির্ধারিত মান মাত্রায় ধরে রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে নিরবচ্ছিন্ন ইউরিয়া সারের যোগান নিশ্চিত করতে এশিয়ার বৃহৎ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির শক্তিসাশ্রয়ী ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নিজ উদ্যোগে গড়া প্রতিষ্ঠান বিসিক বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশে ইতোমধ্যে প্রায় ৭৯ লাখ এসএমই উদ্যোক্তা গড়ে ওঠেছে। এসব এসএমই শিল্প জিডিপিতে শতকরা ২৫ ভাগ এবং মোট শিল্প কর্মসংস্থানের শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ অবদান রাখছে।

মন্ত্রণালয় পর্যায়ে সর্বপ্রথম ব্যতিক্রমী ডিজিটাল উদ্যোগে অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রবর্তনের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২২ সালে শিল্প মন্ত্রণালয়কে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ সরকারি (শ্রেষ্ঠ

প্রতিষ্ঠান) ক্যাটাগরিতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ ১ম পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে। সকল প্রকল্পে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ও মেধাসম্পদ সুরক্ষা (IPR) বিষয়ক দুটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক এবং ডিএপি সার কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে সৌদি আরবের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ে ই-লাইব্রেরি, ই-গেইট এবং ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের অভিঘাত বিবেচনায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি, পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, পণ্যের প্রচার-প্রসার, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ, ভেজাল প্রতিরোধ, জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, জাতীয় মেধা সম্পদ সুরক্ষায় ১৭টি পণ্যকে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধন, শিল্প সম্পর্কিত নব নব উদ্ভাবন এবং ১৩২টি অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করা হয়েছে।

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকারের ধারাবাহিক পৃষ্ঠপোষকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ স্বীকৃতি উদ্যোক্তাদের টেকসই শিল্প স্থাপন, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ এবং উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' এর জন্য নির্বাচিত সকল প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাকিয়া সুলতানা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২

স্যুভেনির প্রকাশনা উপকমিটি

সার্বিক পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধান
জনাব জাকিয়া সুলতানা
সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

জনাব শেখ ফয়েজুল আমীন, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), শিল্প মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব সায়মা আফরোজ, যুগ্মসচিব (জাস, সমন্বয়, প্রত্তম ও এপিএ), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, যুগ্মসচিব (বিএসটিআই), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
ড. এ.এফ.এম. আমীর হোসেন, উপসচিব (আইন), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব মোস্তাক আহমেদ, উপসচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব নূর-ই-খাজা আলামীন, উপসচিব (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
ড. মোঃ ফয়সাল আবেদীন খান, উপসচিব (বাজেট ও হিসাব), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব মোঃ সলিম উল্লাহ, সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব মোঃ মোস্তফা জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব (পিআরজিআইএম ও ইনোভেশন), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব আবুল বাসার মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রীর জনসংযোগ কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
চৌধুরী রুহুল আমিন কায়সার, সচিব, বিএসএফআইসি	সদস্য
জনাব মোঃ সারোয়ার হোসেন, ডিজিএম, বিসিক	সদস্য
ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম, উপসচিব (এপিএ, শুদ্ধাচার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

সূচিপত্র

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার প্রদানের প্রেক্ষাপট	২১-২৩
শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা	২৪-২৫
শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন	২৬-৩০
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২ প্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৩১-৫৬
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০ প্রাপ্তদের তালিকা	৫৭-৬০
শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সময়ে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের স্থির চিত্র	৬১-৭২

শিল্প মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
শিল্প পুরস্কার
২০২২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার প্রদানের প্রেক্ষাপট, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও সাম্প্রতিক অর্জন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার প্রদানের প্রেক্ষাপট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষুদ্র শিল্প বিকাশের মাধ্যমে দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য ১৯৫৭ সালে তৎকালীন গণপরিষদে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন (ইপসিক) প্রতিষ্ঠান বিল উত্থাপন করেন যা ৩০ মে. ১৯৫৭ সাল থেকে কার্যকর হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ইপসিক বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বঙ্গবন্ধু প্রথম এ অঞ্চলে শিল্পায়নের বীজ বপণ করেছিলেন। তাই বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া বিসিকের মাধ্যমে গ্রাম-গঞ্জে হাজার হাজার শিল্প স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে বিসিক এর আওতায় ৬৪টি জেলার ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, দেশের বিভিন্ন স্থানে ৮০ টি শিল্পনগরী, মানব সম্পদ উন্নয়নে ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র, ০১টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ০১টি নকশা কেন্দ্র রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সুদুরপ্রসারী উদ্যোগের জন্যই শিল্পখাত বর্তমানে জাতীয় অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাই ঐতিহাসিকভাবেই এ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব বাঙালি জাতির নিকট অনন্য।

বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান আইন, নীতির আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সার উৎপাদন ও সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপন, বেসরকারি খাতের টেকসই বিকাশ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, শ্রমঘন শিল্প স্থাপন, নারী উদ্যোক্তাসহ নতুন নতুন শিল্প উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে কুটির, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে শিল্পোন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশ বিনির্মাণের জন্য বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখাসহ দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বেসরকারি খাতের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে এবং শিল্প উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে শিল্প খাত প্রসারে অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, তাঁদের মধ্যে প্রণোদনা সৃষ্টি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ পুরস্কার প্রদানের অন্যতম লক্ষ্য হল বঙ্গবন্ধুর শিল্প পরিকল্পনার ফলে দেশে শিল্পায়নের যে সূচনা হয়েছিল সে অবদানকে স্মরণীয় করে রাখা। পাশাপাশি বেসরকারি খাতে পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিনিয়োগ উৎসাহিত করাসহ পণ্য বহুমুখীকরণ, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন ও

সৃজনশীলতাকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি নির্ভর ও মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও দেশীয় চাহিদা পূরণ করে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতে এ পুরস্কার প্রবর্তন দেশে শিল্পায়নের অভিযাত্রায় আরও সৃজনশীল উদ্যোক্তা তৈরি ও বিকাশে সহায়ক হবে।

বঙ্গবন্ধুর শিল্প পরিকল্পনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে শিল্পায়নের যে স্বপ্নযাত্রা শুরু হয়েছিল সেই স্বপ্নের সোনালি পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনায় দেশে বহুমুখী শিল্পায়নের ধারা জোরদার এবং বেসরকারি খাতে দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার অনন্য ভূমিকা রাখবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার নীতিমালা ২০২২ অনুযায়ী প্রতি বছর বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির, হস্ত ও কারুশিল্প এবং হাইটেক শিল্প এই ৭টি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত শিল্প মন্ত্রণালয় একটি ঐতিহ্যবাহী মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে ব্যাণিজ্য ও শিল্প (Commerce & Industries) বিভাগের মাধ্যমে তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় শিল্প সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের শাসনকালে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে তিনি সমৃদ্ধ দেশ গঠনে শিল্প বিকাশকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন ও দেশের শিল্প উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'ইপসিক' প্রতিষ্ঠা করা, যা আজ 'বিসিক' অর্থাৎ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নামে একটি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। পরবর্তীতে শিল্প ও বাণিজ্য দু'টি আলাদা মন্ত্রণালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধিভুক্ত পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রাইভেটাইজেশন কমিশনও শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক হয়ে যায়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বর্তমানে ৪টি করপোরেশন, ৬টি দপ্তর/অধিদপ্তর, ১টি বোর্ড এবং ২টি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন, মিশন এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো :

ভিশন: উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন।

মিশন: রপ্তানিযোগ্য ও আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সার উৎপাদন ও সরবরাহ, দক্ষ জনবল ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন।

করপোরেশন

- বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি)
- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)
- বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

দপ্তর

- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)
- বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)
- বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)
- ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

- পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)
- প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

বোর্ড

- বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

ফাউন্ডেশন

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ)
- ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)

বর্তমানে ৯টি অনুবিভাগের মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অনুবিভাগগুলো হচ্ছে:

- জাতীয় সংসদ, সমন্বয়, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ এবং বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি অনুবিভাগ
- প্রশাসন অনুবিভাগ
- রাষ্ট্রায়ত্ত করপোরেশন অনুবিভাগ
- বিসিক, এসএমই ও বিটাক অনুবিভাগ
- নীতি, আইন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অনুবিভাগ
- মান নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা সহায়তা অনুবিভাগ
- আইসিটি, ইনোভেশন ও পলিসি রিসার্চ এন্ড গ্লোবাল ইস্যুজ ম্যানেজমেন্ট অনুবিভাগ
- জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়া, বিরাষ্ট্রীকরণ, বেসরকারি খাত ও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) অনুবিভাগ
- পরিকল্পনা অনুবিভাগ

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

দেশের শিল্প খাতের উন্নয়ন ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রণীত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ পরিপেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়:

• বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের লবিতে এবং মন্ত্রণালয় চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ২টি ম্যুরাল স্থাপন করা হয়।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের চত্বরে ও লবিতে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল

• বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন

বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও আদর্শ এবং তাঁর গৌরবোজ্জ্বল কর্মময় জীবন সম্পর্কে এবং বিভিন্ন স্মৃতি বিজড়িত ঘটনার ছবি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

• ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার অর্জন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ব্যতিক্রমী ডিজিটাল উদ্যোগ অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রবর্তনের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২২ সালে শিল্প মন্ত্রণালয়-কে জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ সরকারি (শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান) ক্যাটাগরিতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হয়।

• দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী Fumio Kishida এর উপস্থিতিতে ২৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মেধাসম্পদ সুরক্ষা (IPR) বিষয়ক দুটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় ।

• শিল্প মন্ত্রণালয়ে ই-লাইব্রেরি স্থাপন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় সহায়ক হিসেবে ই-লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে।

• শিল্প মন্ত্রণালয়ে ডে-কেয়ার স্থাপন

শিল্প মন্ত্রণালয়ে কর্মরত মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে পুরোপুরি মনোনিবেশের সুবিধার্থে তাদের শিশু সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

• সর্বোচ্চ লবণ উৎপাদন

২০২২-২৩ অর্থবছরে সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও মনিটরিং এর ফলে বিসিক কতৃক এ যাবৎ কালের সর্বোচ্চ ২২.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এসময়ে ৯.০১ লক্ষ মে.টন ভোজ্য লবণে অয়োডিন যুক্ত করা হয়।

• আইন ও নীতি প্রণয়ন

শিল্প মন্ত্রণালয় গত অর্থ বছরে ০৪টি নীতিমালা, ০১টি বিধিমালা ও ০১টি গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে। ২টি আইন জুন ২০২৩ পরবর্তী সময়ে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং আরও ২টি আইন মহান জাতীয় সংসদে পাশের অপেক্ষায় আছে। এসব আইন দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

• ইউরিয়া সার উৎপাদনে

দেশের কৃষি উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ সার। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিসিআইসি'র আওতাধীন ৪টি ইউরিয়া সার কারখানায় ৭.১৬ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হয়েছে। দেশের মোট চাহিদা প্রায় ২৬ লক্ষ টনের অবশিষ্ট ইউরিয়া সার আমদানি করে দেশের ইউরিয়া সারের সামগ্রিক চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। নরসিংদী জেলার পুরাতন ঘোড়াশাল ও পলাশ ইউরিয়া সার কারখানার স্থলে ১৫,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৯.২৪ লক্ষ মে.টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির গ্যাস সাশ্রয়ী পরিবেশবান্ধব ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপন চলমান আছে। এ কারখানায় নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড রিসাইকেল (Recycle) করে দৈনিক অতিরিক্ত প্রায় ২৮০ মে.টন সার উৎপাদিত হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে এ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

• বিদেশে সার কারখানা স্থাপন

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠান Hanwha Saudi Contracting Company Limited (HSCC) এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমীক্ষা ফলাফলের ভিত্তিতে যৌথ বিনিয়োগ চুক্তির মাধ্যমে ডিএপি সার কারখানা স্থাপন করা হবে যার উৎপাদিত সার বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় আমদানি করে দেশের চাহিদা পূরণ করবে।

• সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ও ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন

- বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বিসিক ও এমএমইএফ এর নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় ঋণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সিএমএসএমই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ হাজার কোটি টাকা করে মোট ৪০ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণের ১ম পর্যায়ের ৭৫.৪০%, ২য় পর্যায়ে ৭০.২৫% অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ের ২০ (বিশ) হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজের জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৪০৫৩৩টি ইউনিটের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক মোট ৫০৩৪.১১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা মোট প্যাকেজের ২৫.৩৯% ।
- করোনা মহামারির প্রভাব মোকাবিলায় ক্ষুদ্র, কুটির ও প্রান্তিক শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য সরকার ঘোষিত ১৫০০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজের এসএমইএফ-এর অনুকূলে ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা এবং বিসিকের

অনুকুলে ১০০ (একশত) কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ইতোমধ্যে ১০০% ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- কর্মসংস্থান ব্যাংক ও বিসিকের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' কর্মসূচির আওতায় বিসিক কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩ পযন্ত সময়ে কর্মসংস্থান ব্যাংক হতে ৪৬২২জন উদ্যোক্তাদের মাঝে ৮২.৭১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ কর্মসূচির আওতায় ৯৭.৪২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

• শিল্প পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান

বেসরকারি খাতের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি ও জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি, অধিকতর বিনিয়োগ সৃষ্টি এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার, সিআইপি (শিল্প) সম্মাননা, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ও ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে।

• দেশীয় পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সৃষ্টিতে মেলার আয়োজন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউণ্ডেশন (এসএমইএফ) কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশব্যাপী ৩৭টি মেলা আয়োজন করা হয়েছে।

• চিনি শিল্পের উন্নয়নে গৃহিত কার্যক্রম

আখের একর প্রতি ফলন ১৯ মে. টনের স্থলে ৮২ মে.টন পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে। চিনিশিল্পকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার জন্য ০৫(পাঁচ) বছর মেয়াদি একটি রোড ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। আখ উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও একর প্রতি ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে সম্প্রতি কেরু এন্ড কোং লিমিটেডকে ১টি কম্বাইন্ড আখ হার্ভেস্টার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও 'Bondhu Seba' ও 'Hello Farmer' অ্যাপস ব্যবহার করে ৬৫০০০ আখ চাষিকে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে আখ চাষ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান করা হচ্ছে।

• বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন

শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপি বাস্তবায়ন হার ৯৯.২০%। উক্ত অর্থ বছরের ০১টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ০২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

• সাম্প্রতিক সময়ে গৃহিত অন্যান্য কার্যক্রম

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৬৭টি শিল্প প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, ৭৯৯টি রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট রয়েছে, যাদের রপ্তানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য ৫৯ হাজার ৪১৫ কোটি টাকা যা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ১৩%।
- বিসিক ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে এবং ৭৮৪১টি শিল্প ইউনিট নিবন্ধন করা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ৯৫.৯৫% কার্যক্রম ই-নথি প্ল্যাটফরমে সম্পাদিত হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২১৫টি পণ্যের মান প্রণয়ন এবং ৩৪২৫টি পণ্যের মান সনদ প্রদান ও ৪১০৯টি পণ্যের মান সনদ নবায়ন করা হয়েছে।
- ভেজাল প্রতিরোধে ২০৯৩টি মোবাইল কোর্ট, ২৩১৪টি সার্ভিলেন্স স্কোয়াড পরিচালিত হয়েছে এবং ৬০৫৮২০০০ টাকা জরিমানা করা হয় ।
- দেশীয় পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য মার্চ ২০২২ থেকে হালাল সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে এবং এপর্যন্ত ৭০টি হালাল সনদ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে আটটি গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা হয়।
- বিসিক কর্তৃক দেশে প্রায় ২৫ হাজারের বেশি প্রশিক্ষিত মৌ উদ্যোক্তা/চাষীর মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭৩২৮ মে. মধু উৎপাদিত হয়েছে যা গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করেছে।
- সাভারের সিইটিপিকে সর্বোচ্চ মনিটরিং ও ওভারহোলিং এর আওতায় আনয়নের ফলে ইফ্লুয়েন্টের মানমাত্রা পরিবেশ আইনে নির্ধারিত মান মাত্রার অনুরূপ মান ধরে রাখা সক্ষম হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৭৮৬টি বয়লারের রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও ৭৫৭৯টি বয়লার ব্যবহারের সনদ নবায়ন করেছে। ২৩৫টি বয়লারের নির্মাণ সনদ প্রদান করা হয়েছে।
- ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য আইন, ২০১৩ ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য বিধিমালা, ২০১৫ কার্যকর হওয়ায় এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ১৭টি ঐতিহ্যবাহী পণ্যকে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে ।
- শিল্প মন্ত্রণালয় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৬০টি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে আমদানি করেছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮২৭৪ জনকে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ও ১৯৩৪৭ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ মনিটরিং এবং ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে সকল প্রকল্প এলাকায় CCTV ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য ই-গেইট স্থাপন করা হয়েছে।
- চামড়া শিল্পে ১.২৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার রপ্তানি আয় অর্জিত হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
শিল্প পুরস্কার
২০২২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি

রানার অটোমোবাইলস লিমিটেড

জনাব হাফিজুর রহমান খান
চেয়ারম্যান

বৃহৎ শিল্প

১ম পুরস্কার

রানার অটোমোবাইলস লিমিটেড যাত্রা শুরু করে ২০০০ সালে। প্রতিষ্ঠানটি ভালুকা ময়মনসিংহে অবস্থিত। এ প্রতিষ্ঠানটিতে দেশে মোটরসাইকেলের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে বার্ষিক ১ লাখ মোটরসাইকেল উৎপাদন ক্ষমতা ও তিনশত কর্মীর সহায়তায় কাজ শুরু করে। বর্তমানে রানার অটোমোবাইলস লিমিটেড এ দুই হাজারের অধিক দক্ষ জনবল কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান বছরে তিন হাজারেরও বেশি মোটরসাইকেল বাজারে বিক্রয় করে। রানার অটোমোবাইল লিমিটেড এর বেশ কিছু মডেলের মোটরসাইকেল বাজারে চালু রয়েছে, তন্মধ্যে AD 80 Delux, Bullet, Turbo, Knight Rider, Bolt, Kite+, Skooty উল্লেখযোগ্য। দেশের বাজারের জন্য রানার ৮০ সিসি থেকে ১৬৫ সিসি পর্যন্ত এবং বিদেশের বাজারে রপ্তানির জন্য ২০০ সিসি পর্যন্ত ক্ষমতা সম্পন্ন মোটরসাইকেল উৎপাদন করে যাচ্ছে। বিগত ২০১১ সাল থেকে রানার অটোমোবাইল লিঃ এর নিজস্ব কারখানায় দক্ষ জনবল দিয়ে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মোটরসাইকেল নেপাল ও ভূটানে রপ্তানি করে আসছে এবং ইউরোপ, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। রানার অটোমোবাইল লিঃ নিজস্ব ব্র্যান্ড ছাড়াও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল বাংলাদেশে বাজারজাত করে যাচ্ছে। রানার গড়ে তুলেছে অত্যাধুনিক ও আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন টু-হুইলার ও থ্রি-হুইলার ম্যানুফেকচারিং প্ল্যান্ট। বিশ্ব জয় করে রানারের হাত ধরেই বাজাজ থ্রি-হুইলার এখন বাংলাদেশে উৎপাদন ও বাজারজাত করা হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে রানার অটোমোবাইল লিঃ পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক টু-হুইলার ও ইলেকট্রিক প্যাসেঞ্জার কার বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

রানার দেশের নতুন প্রজন্মের মেধা বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষা ও খেলাধূলায় নিয়মিত সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আগামী প্রজন্মকে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষ মোটরসাইকেল চালক গড়ে তোলার লক্ষ্যে রানার ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়াও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে গড়ে তুলেছে অটিজম ওয়েলফেয়ার স্কুল। রানার শুধুমাত্র ব্যবসায়িক উন্নতির জন্যে নয়, একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। রানার অটোমোবাইল লিঃ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধূলায় নিয়মিত সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে ১ম স্থান অর্জন করায় রানার অটোমোবাইলস লিমিটেডকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হলো।

রানার অটোমোবাইলস লিমিটেডের কারখানার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ছিরচিত্র

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড

আব্দুস সামাদ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম নোমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বৃহৎ শিল্প

২য় পুরস্কার

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড নোমান গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি টঙ্গী, গাজীপুরে অবস্থিত এবং আন্তর্জাতিক বাজারে হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে। গ্রাহকের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন এবং প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে ১০,০০০ এর বেশি লোকের কাজ করার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড (জেডজেড) একটি ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড হোম টেক্সটাইল প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক। প্রতি বছর প্রায় ২২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমান হোম টেক্সটাইল পণ্য ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে আসছে। সরকারের ব্যবসা-বান্ধব নীতি সহায়তা ও চমৎকার অবকাঠামো এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ফলে জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক টানা এগারো বার দেশের সেরা রপ্তানিকারক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। রপ্তানি ও উৎপাদনের ক্যাপাসিটি বিবেচনায় এটি বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম হোম টেক্সটাইল কারখানা।

জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেডের ব্যবসা বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারনের জন্য অত্যন্ত দক্ষ আরএন্ডডি এবং ইনোভেশন টিম রাত দিন কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের পণ্য কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি হয়ে আসছে এবং প্রতি বছর নতুন বাজার সম্প্রসারনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড আন্তর্জাতিক ক্রেতা সাধারনের চাহিদা অনুযায়ী সমস্ত কমপ্লায়েন্স মেনে ও পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন প্লান্টের মাধ্যমে পন্য উৎপাদন করে থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয়ের জন্য বিদ্যুৎ শক্তির বিকল্প ব্যবহার করছে এবং এটিকে তাদের প্রধান সিএসআর হিসেবে বিবেচনা করছে।

জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড সৌরশক্তির ব্যবহার এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি ঠিক রাখার জন্য বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে জলাধার তৈরি করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে। এ প্রতিষ্ঠান গর্বের সাথে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় খুচরা বিক্রেতা এবং ক্রেতাদের কাছে বাংলাদেশি ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে।

বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে ২য় স্থান অর্জন করায় জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেডকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হলো।

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেডের কারখানার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

বিএসআরএম স্টিলস লিমিটেড

জনাব আলী হোসেন আকবর আলী
চেয়ারম্যান

বৃহৎ শিল্প | **৩য় পুরস্কার**

স্টিল জগতের ইতিহাসে বাংলাদেশে বিএসআরএম একটি প্রিয় নাম। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কারখানা ফৌজদার হাট চট্টগ্রামে অবস্থিত। সুদীর্ঘ প্রায় ৭১ বছর ধরে বিএসআরএম দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। সুদীর্ঘ এ পথচলায় মানুষের যে আস্থা ও ভালবাসা তৈরি হয়েছে সেটাকে তাঁরা বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা করে এবং সে বিশ্বাস ভবিষ্যৎ দিনগুলোতেও যাতে অটুট থাকে সেজন্য তাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এবং মালিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিএসআরএম আজকে এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

বিএসআরএম স্টিলস লিমিটেড মে, ২০০৮ ইংরেজি সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে বিভিন্ন আকারের এম.এস রড তৈরি করে। বর্তমানে বিএসআরএম গ্রুপে প্রায় ৪,০০০ (চার হাজার) লোকের মত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। উল্লেখ্য, বিএসআরএম গ্রুপের বর্তমান বার্ষিক টার্নওভার প্রায় ১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার) কোটি টাকার অধিক এবং বিগত তিন বছরে বিএসআরএম গ্রুপ ৭১২৩ (সাতহাজার একশত তেইশ) কোটি টাকারও অধিক ভ্যাট, ট্যাক্স, ইলেকট্রিসিটি বিল সহ অন্যান্য বিল বাবদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিগত তিন বছরে বিএসআরএম ছয় কোটি উনিশ লাখ টাকার অধিক জনকল্যাণে ব্যয় করছে। শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বাংলাবাজারস্থ বোরহানী বিএসআরএম স্কুল সম্পূর্ণ বিনাবেতনে গরীব ও দুঃস্থ শিশুদের বিগত একদশক ধরে পাঠদান করে আসছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার, বেষ্ট ব্র্যান্ড ট্রফি, বেষ্ট প্রেজেনটেড এ্যানুয়াল রিপোর্ট, বেষ্ট বিজনেস এ্যাওয়ার্ড, পরিবেশ পদক, এসসিবি-এফই সিএসআর, ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮, ২০১৯-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রকৌশল বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারসহ প্রতিষ্ঠানটি নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উপর অবিচল থাকা কোম্পানির উন্নতির অন্যতম প্রধান সোপান হিসেবে বিবেচিত। কারখানায় পরিবেশ সুরক্ষার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পণ্যের আন্তর্জাতিক গুণগত মান বজায় রেখে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা বা জাতীয় প্রবৃদ্ধিসহ সার্বিক অর্থনীতিকে গতিশীল রাখা কোম্পানির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের স্টিল সেক্টর যেন আমদানি মুক্ত থাকে এবং অহেতুক দেশের বৈদেশিক মুদ্রা যাতে অপচয় না হয় সেটিও প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় বিবেচনায় থাকে। শুধু তাই নয় ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে এবং অদুর ভবিষ্যতে রপ্তানি যাতে আরো বৃদ্ধি পায় সে লক্ষ্যে পদচারণা অব্যাহত রয়েছে। দেশের গর্ব পদ্মা সেতু, কর্ণফুলি টানেল, বঙ্গবন্ধু সেতু, মেঘনা গোমতী সেতু, শাহ আমানত সেতু, মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার সেতুসহ অসংখ্য প্রধান প্রধান স্থাপনার সহযোগী হতে পেরে বিএসআরএম গর্বিত।

বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে ৩য় স্থান অর্জন করায় বিএসআরএম স্টিলস লিমিটেডকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হলো।

বিএসআরএম স্টিলস লিমিটেডের কারখানার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

নিতা কোম্পানী লিমিটেড

আব্দুল মুসাব্বির আহ্‌মেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অংশীদার

মাঝারি শিল্প

১ম পুরস্কার

নিটল মোটরস এবং ভারতের টাটা মোটরস লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে সেপ্টেম্বর/১৯৯১ সালে নিতা কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানির কারখানা অভয় নগর যশোরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটির কারখানায় ভারত থেকে আমদানি করা সিকেডি (CKD) কিট থেকে বাণিজ্যিক যানবাহন সংযোজন করে আসছে। কোম্পানি তার পণ্য পোর্টফোলিও ক্রমাগত সম্প্রসারণ করে আসছে। যদিও কোম্পানিটি একটি গাড়ির মডেল দিয়ে শুরু করেছিল, এখন মাঝারি, ছোট এবং হালকা বাণিজ্যিক যানবাহনসহ সর্বমোট পনেরটি মডেলের যানবাহন সংযোজন করে থাকে।

বর্তমানে কারখানায় দশ এবং বিশটি স্টেশনসহ সিকেডি (CKD) সমাবেশ লাইন রয়েছে। গুণগতমান পরিদর্শন এবং সংগ্রহের জন্য আলাদা সেটআপ রয়েছে। ভারত থেকে সমস্ত (CKD) কিট বেনাপোল দিয়ে আমদানি করে সংযোজন করা হয় এবং বাংলাদেশে ভারতের টাটা গাড়ির একমাত্র পরিবেশক নিটল মোটরস লিমিটেডকে সরবরাহ করা হয়।

কোম্পানির কারখানা এবং প্রধান কার্যালয় উভয় ক্ষেত্রেই একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দল রয়েছে এবং তারা গ্রাহকদের কাছে ত্রুটিমুক্ত এবং উচ্চ মানের পণ্য সরবরাহে বিশ্বাস করে। নিতা কোম্পানি লিমিটেড সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিতা কোম্পানি লিমিটেড প্রধানত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্প্রদায়কে বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করে আসছে।

নিতা কোম্পানি প্রতিষ্ঠানটি অনুমোদিত মঞ্জুরি কাঠামো অনুসরণ করে এবং শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে থাকে। যানবাহন সংযোজনে ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় পূর্ণ করেছে কোম্পানিটি এবং বাণিজ্যিক যানবাহন শিল্পে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানটি ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২১ এ প্রথম স্থান অর্জন করে।

মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে ১ম স্থান অর্জন করায় নিতা কোম্পানি লিমিটেডকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হলো।

নিতা কোম্পানি লিমিটেডের কারখানার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

নোমান টেরি টাওয়েল মিলস লিমিটেড

আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তালহা
পরিচালক

মাঝারি শিল্প

২য় পুরস্কার

নোমান টেরি টাওয়েল মিলস লিমিটেড নোমান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান, যা ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে টাওয়েল রপ্তানির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির কারখানা মির্জাপুর গাজীপুরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য বাংলাদেশে টাওয়েল শিল্পে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা এবং গ্রাহকদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রাহকদের মন জয় করা। এই শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশীয় অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

নোমান টেরি টাওয়েল মিলস লিমিটেড একটি ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড টাওয়াল প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক, যেখানে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর প্রায় ৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমান পণ্য ইউরোপ আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তৈরিকৃত টাওয়েল পণ্য রপ্তানি করে আসছে। সরকারের ব্যবসাবান্ধব নীতি সহায়তা ও চমৎকার অবকাঠামো এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ফলে নোমান টেরি টাওয়েল মিলস লিমিটেড বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১২-২০১৩ সাল হতে টানা আট বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) এবং 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার-২০১৯' এ মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে ২য় স্থান এবং 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার-২০২০' এ মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে ১ম স্থান অর্জন করে। রপ্তানি ও উৎপাদনের ক্যাপাসিটি বিবেচনায় এটি বিশ্বে অন্যতম টাওয়েল কারখানা।

নোমান টেরি টাওয়েল মিলস লিমিটেডের ব্যবসা বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের জন্য অত্যন্ত দক্ষ আরএন্ডডি এবং ইনোভেশন টিম রাতদিন কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের পণ্য কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি হয়ে আসছে এবং প্রতি বছর নতুন বাজার সম্প্রসারণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

নোমান টেরি টাওয়েল মিলস লিমিটেড আন্তর্জাতিক ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সমস্ত কমপ্লায়েন্স মেনে এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করেছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয়ের জন্য বিদ্যুৎ শক্তির বিকল্প ব্যবহার করা হয় এবং কার্বন নিঃসরন কমানোর জন্য নোমান টেরি টাওয়েল মিলস লিমিটেড কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

নোমান টেরি টাওয়েল মিলস লিমিটেড সৌরশক্তির ব্যবহার এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ঠিক রাখার জন্য বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে জলাধার তৈরি করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অগ্রনী ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রতিষ্ঠানটি গর্বের সাথে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় খুচরা বিক্রেতা এবং ক্রেতাদের কাছে বাংলাদেশি ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে। সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে দেশের কল্যাণে আরও অধিক পরিমাণে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা অব্যহত আছে।

মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে ২য় স্থান অর্জন করায় নোমান টেরি টাওয়েল মিলস লিমিটেডকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হলো।

নোমান টেরি টাওয়েল মিলস লিমিটেডের কারখানার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও উৎপাদিত পণ্যের স্থিরচিত্র

হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লিঃ

জনাব মোহাম্মদ হেলাল মিয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ক্ষুদ্র শিল্প

১ম পুরস্কার

হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ হেলাল মিয়া ১৯৬১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার রূপসদি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গত ৪০ (চল্লিশ) বছর যাবৎ টেক্সটাইল ব্যবসায় নিয়োজিত। কঠোর পরিশ্রম এবং প্রতিকূল পরিবেশ অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তুলেন। তার অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান রপ্তানিমুখী ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তাকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আমানত শাহ গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লিঃ নরসিংদী জেলার সদর উপজেলায় অবস্থিত। ইহা একটি পরিবেশবান্ধব ও রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান। প্রায় ২০ বছর ধরে এ প্রতিষ্ঠানটি আমদানি বিকল্প সুতা উৎপাদন করে দেশীয় মুদ্রা সাশ্রয় করে আসছে। জার্মানি, জাপান ও সুইজারল্যান্ডের মেশিনারিজ দিয়ে এ শিল্প প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয়। আমানত শাহ গ্রুপের অংগ প্রতিষ্ঠানকে সেরা করদাতা এবং ৫ বার রপ্তানিকারক হিসাবে সিআইপি নির্বাচিত হয়।

আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লিঃ রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৪ অর্জন করে এবং ২০১২-১৩ ও ২০১৩- ২০১৪ অর্থ বছরে রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। এ প্রতিষ্ঠান ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশ গ্রহণ করে ১৭ বার পুরস্কার লাভ করে ।

হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লিঃ যেমন দেশীয় অর্থনীতি উন্নয়নে ভূমিকা রাখে তেমনি বিভিন্ন ধরনের সমাজকল্যাণ মূলক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গৃহহীনদেরকে গৃহ দান, এতিমখানা, মাদ্রাসা, স্কুল কলেজে সাহায্য ও প্রতিবন্ধী, মেধাবী গরিব ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ভাবে সহযোগিতা করে থাকে। করোনা মহামারীর সময়ে এ প্রতিষ্ঠান কোন শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়নি।

ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে ১ম স্থান অর্জন করায় হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লিমিটেডকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হলো।

হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লিমিটেডের কারখানার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

বসুমতি ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড

জনাব জেড.এম. গোলাম নবী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ক্ষুদ্র শিল্প

২য় পুরস্কার

জনাব জেড.এম.গোলাম নবী তাঁর ব্যক্তিগত শিক্ষা, কারিগরি দক্ষতা ও বিদেশি প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যসহ কতিপয় আবশ্যক পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে বসুমতি ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটির কারখানা সাভারের হেমায়েতপুরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের নির্ভরযোগ্য উৎপাদক ও সরবরাহকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি সুনাম অর্জন করে। বসুমতি ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড অত্যাধুনিক মেশিনারিজ দ্বারা উৎপাদিত সকল পণ্যের মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি বছরে আশি হাজার মেট্রিক টন পণ্য উৎপাদন করে। উৎপাদিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে আফ্রিকা ও মধ্য পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে রপ্তানি করে থাকে। দেশীয় বাজারে ন্যায্য মূল্যে কতিপয় নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য যেমনঃ ভোজ্য তেল, মাস্টার্ড অয়েল, ডাল ও চালের সরবরাহ নিশ্চিত করতে বসুমতি গ্রুপ অসামান্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনে প্রতিষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠানটি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার স্বীকৃতিস্বরূপ কোম্পানিটি রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৪ ও ২০১৬ লাভ করে এবং ২০০৯ হতে ২০১৭ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'সিআইপি (শিল্প) সম্মাননা' প্রাপ্ত হয়। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু পুরস্কার, মাদার তেরেসা গোল্ড মেডেল পুরস্কার, বঙ্গবীর ওসমানী স্মৃতি পুরস্কার, মুক্তিযোদ্ধা পুরস্কার এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস শান্তি পুরস্কারসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক পুরস্কার অর্জন করে।

প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ কবলিত এলাকায় ত্রাণ সহায়তা প্রদান এবং অসহায় নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে ২য় স্থান অর্জন করায় বসুমতি ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেডকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হলো।

বসুমতি ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেডের কারখানার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও পণ্যের স্থিরচিত্র

টেকনো মিডিয়া লিমিটেড

যশোদা জীবন দেবনাথ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ক্ষুদ্র শিল্প

৩য় পুরস্কার

টেকনো মিডিয়া প্রযুক্তি নির্ভর পণ্য ও সেবা সরবরাহ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির কারখানা পুরানা পল্টনে অবস্থিত।

টেকনো মিডিয়া লিমিটেড অনলাইন চেক ক্লিয়ারিং সফটওয়্যার সরবরাহ করে থাকে যা চেক ক্লিয়ারিং প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে। এতে সময় এবং খরচ দুটোই কম লাগছে। টেকনোমিডিয়া ATM সুইচিং সফটওয়ার সরবরাহ করে থাকে যা সারাদেশে স্থাপিত ATM বুথ গুলো পরিচালনা করে, ফলে দেশের মানুষ প্রত্যন্ত অঞ্চলে সার্বিক সুবিধা পাচ্ছে এবং মানুষ উপকৃত হচ্ছে। এছাড়াও টেকনোমিডিয়া বিভিন্ন ব্যাংকিং ও ননব্যাংকিং সফটওয়্যার সরবরাহ করে যা ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক খাত এবং সাধারণ জনগণ উপকৃত হচ্ছে।

এছাড়াও টেকনো মিডিয়া ATM বুথ এর ব্যাপক ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে ব্যাংক গুলোকে ATM সরবরাহ করে আসছে ফলে দেশে ব্যাপক হারে ATM বুথ স্থাপিত হচ্ছে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকজন ব্যাংকে না এসেও টাকা তুলতে পারছে। দেশের প্রায় ৮০% ATM বুথ টেকনোমিডিয়া সরবরাহ করেছে। টাকা উত্তোলন ছাড়াও মানুষ ATM কার্ড এর মাধ্যমে আরও অনেক ধরনের সুবিধা পেয়ে থাকে যেমন ফান্ড ট্রান্সফার, টপআপ, ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট ইত্যাদি। টেকনো মিডিয়া Point of Sales (POS) মেশিন সরবরাহ করে যার মাধ্যমে মানুষ শহর গ্রাম বা যে কোন জায়গা থেকে কেনাকাটাসহ টাকা উত্তোলন সুবিধা পাচ্ছে।

টেকনোমিডিয়া বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা পণ্য সরবরাহ করে যেমন-নোট সর্টিং মেশিন, নোট বাইন্ডিং মেশিন ইত্যাদি। এসব মেশিন ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ব্যাংকিং সেবা উন্নত হচ্ছে এবং মানুষের জীবন সহজ হচ্ছে।

টেকনোমিডিয়া সিকিউরিটি চেক প্রিন্টিং ও MICR চেক পারসোনালাইজেশন করে ব্যাংকগুলোক সরবরাহ করে ব্যাংকিংখাতকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করছে। বেসরকারি খাত থেকে চেকবই, পেঅর্ডার ইত্যাদি সংগ্রহ করার ফলে ব্যাংকগুলো যেমন দ্রুত ভোক্তা সেবা দিতে পারছে তেমনি ব্যাংকিং সেবা উন্নত হচ্ছে।

টেকনোমিডিয়া তাদের সরবরাহকৃত পণ্যে সেবা নিশ্চিত করার জন্য দেশব্যাপী সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করছে। ফলে দেশের মানুষ নিরবচ্ছিন্নভাবে এসব পণ্যের সেবা পাচ্ছে, যা ব্যাংকের গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে সাহায্য করছে। টেকনোমিডিয়া সব সময় প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক সেবা প্রদানে সচেষ্ট যার ধারাবাহিকতায় আরও নতুন প্রযুক্তি প্রচলনে টেকনোমিডিয়া সচেষ্ট আছে যা দেশের অর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে ৩য় স্থান অর্জন করায় টেকনো মিডিয়া লিমিটেডকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হলো।

টেকনো মিডিয়া লিমিটেডের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

গ্রিন জেনেসিস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

জনাব এ.কে.এম আতাউল করিম
চেয়ারম্যান

মাইক্রো শিল্প

১ম পুরস্কার

গ্রিন জেনেসিস ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ এ বি এম গ্রুপের একটি অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান যা কোম্পানি আইনের অধীনে ২০১৫ সালে গঠিত ও নিবন্ধিত। প্রতিষ্ঠানটির কারখানা আশুলিয়া, ঢাকায় অবস্থিত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ প্রকৌশল বিভাগে (Environmental Engineering Sector) অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে আসছে।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রিন জেনেসিস্ ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ বিভিন্ন রকম উৎপাদনমুখী ফ্যাক্টরি বা প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য পরিশোধন, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, পানি পরিশোধন, ভূগর্ভস্থ পানির সংকট কমানোর জন্য বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণপূর্বক ব্যবহার, নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসেবে সোলার এনার্জি ব্যবহারপূর্বক পানি উত্তোলনের জন্য পাম্প স্থাপন করে বাংলাদেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এবং পাশাপাশি পরিবেশ প্রকৌশল বিষয়ক কর্মকাণ্ডে একটি বড় ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এই দক্ষ জনশক্তি মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মী হিসেবে নিয়োজিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সফল ভূমিকা পালন করছে। মানসম্পন্ন পণ্য আমদানি, বিক্রয়-বিপণন ও গুনগত সেবা প্রদান করে ক্রেতা সন্তুষ্টি অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে কোম্পানীটি ২০১৭ সালে ISO 9001:2015 সার্টিফিকেট অর্জন করে।

দেশীয় অর্থনীতি ও পরিবেশ দূষণ সুরক্ষায় প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার পাশাপাশি এবিএম ফাউন্ডেশন–এর মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি বিনামূল্যে বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা, মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, বিভিন্ন স্কুল, কলেজে অনুদানসহ অসহায়, হত দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে আর্থিক সহযোগিতাসহ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আসছে। এছাড়াও সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা, পবিত্র আল কোরআন বিতরণ/দান ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে বই বিতরণ, মেডিকেল ক্যাম্পসহ কিডনী রোগীদের সহায়তার জন্য সিলেট কিডনী ফাউন্ডেশনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে দুঃস্থ মানুষের সেবা করে আসছে।

প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান জনাব এ.কে.এম আতাউল করিম ব্যক্তি পর্যায়ে ২০১৫-২০১৬ হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত সিলেট বিভাগের সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী হিসেবে নির্বাচিত হন।

মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে ১ম স্থান অর্জন করায় গ্রিন জেনেসিস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হলো।

গ্রিন জেনেসিস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ছিরচিত্র

সামসুন্নাহার টেক্সটাইল মিলস্

জনাব আল ফারুক সরকার
প্রোপ্রাইটর

কুটির শিল্প

১ম পুরস্কার

নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার ভাটপাড়া নামক স্থানে ২০১৪ সালে ১০ জন শ্রমিক নিয়ে ২০টি পাওয়ার লুম মেশিন দিয়ে সামসুন্নাহার টেক্সটাইল মিলস্ নামে কারখানাটি দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমের বদৌলতে এবং উপার্জিত অর্থের বিনিময়ে গড়ে উঠে।

দেশের অভ্যন্তরে এ প্রতিষ্ঠানের পণ্যের চাহিদা রয়েছে। কারখানাটি ছোট আকারের হলেও প্রযুক্তির দিক দিয়ে উন্নত। প্রতিষ্ঠানে একটি গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ রয়েছে। এ গবেষণার ফলে নতুন একটি গ্রে কাপড় তৈরি করা হয় যার দ্বারা উন্নত মানের পাঞ্জাবি ও ফতোয়া তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হয়। করোনা মহামারীতে প্রতিষ্ঠানটি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনার কারনে প্রতিষ্ঠানটি উপকৃত হয়েছে। সে জন্য প্রতিষ্ঠানটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। পরিবেশ রক্ষার জন্য মিলের সামনে ক্যানেল খনন, মিলের চারিপাশে বৃক্ষরোপণ এবং অগ্নি নির্বাপনের জন্য পুকুর খনন করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে শ্রমিকদের মাসিক বেতন, শ্রমিকদের জন্য উৎসব বোনাস, প্রাথমিক চিকিৎসার খরচ প্রদান করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগেও এ প্রতিষ্ঠান সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯ সালে কুটির শিল্প ক্যাটাগরিতে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণ করে। গ্রাম এলাকার গরিব মানুষের ঘর তৈরি, মসজিদ নির্মাণ, চিকিৎসা, স্কুল নির্মাণ করে থাকে। শিল্পখাতে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়াসে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে।

কুটির শিল্প ক্যাটাগরিতে ১ম স্থান অর্জন করায় সামসুন্নাহার টেক্সটাইল মিলস্‌কে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হলো।

সামসুন্নাহার টেক্সটাইল মিলসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

জনাব এস এম নুরুল আলম রেজভী
চেয়ারম্যান

হাইটেক শিল্প | **১ম পুরস্কার**

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক্স জায়ান্ট। ওয়ালটন এদেশে ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, মোবাইল ফোন, আইসিটি, হোম অ্যান্ড কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিউশনস পণ্য উৎপাদনের পথিকৃৎ। 'আমাদের পণ্য' স্লোগানটি বুকে ধারণ করে গর্বের সঙ্গে ওয়ালটনই প্রথম 'মেইড ইন বাংলাদেশ' বলার সাহস দেখিয়েছে যা এখন ছড়িয়ে যাচ্ছে বিশ্বময়।

টাঙ্গাইলের শিল্পোদ্যোক্তা আলহাজ্ব এস এম নজরুল ইসলামের প্রচেষ্টায় ১৯৭৭ সালে শুরু হয় ওয়ালটনের পথচলা। পরবর্তীতে সময়ে তাঁর সুযোগ্য পাঁচ ছেলেদের নেতৃত্বে ওয়ালটন এগিয়ে যায়। রাজধানী ঢাকা থেকে ৫০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে গাজীপুরের চন্দ্রায় ৭০০ একরেরও বেশি জায়গায় গড়ে উঠেছে ওয়ালটনের সুবিশাল কারখানা। এ প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩০ হাজার জনবলের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে।

২০০৮ সালে ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর এবং এয়ার কন্ডিশনার তৈরির পূর্ণাঙ্গ কারখানা চালু করে। ২০১০ সালে শুরু হয় টেলিভিশন এবং হোম অ্যাপ্লায়েন্স তৈরি। ২০১৭ সালে ওয়ালটন চালু করে দেশের প্রথম এবং একমাত্র কম্প্রেসর উৎপাদন কারখানা। ২০১৭ সালে ওয়ালটনই প্রথম মোবাইল ফোন উৎপাদন কারখানা চালু করে। ২০১৮ সালে ওয়ালটন দেশে কম্পিউটার, ল্যাপটপ এবং আইসিটি পণ্য এবং ২০২০ সাল থেকে লিফট, এক্সক্যালেটর, মুভিং ওয়াক পণ্যের উৎপাদন শুরু করে।

শুরু থেকেই ওয়ালটন শতভাগ কমপ্লায়েন্স মেনে চলছে। শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করে আসছে। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করায় ওএইচএসএএস ১৮০০১: ২০০৭ সনদ অর্জন করেছে। উচ্চমানসম্পন্ন পণ্য ও সেবা প্রদানের জন্য ওয়ালটন আইএসও ৯০০১:২০১৫ এবং আইএসও ১৪০০১:২০১৫ সনদ পেয়েছে। ২০১৮ সালে ওয়ালটন পেয়েছে জাতীয় পরিবেশ পদক এবং ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি এন্ড এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড। ২০১৯ সালে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার এবং জাতীয় শিল্প মেলাতে সাকসেসফুল এন্টারপ্রাইজ পদক (১ম স্থান) অর্জন করেছে ওয়ালটন। ওয়ালটন বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের প্রকাশনায় সাকসেসফুল মডেল হিসেবে স্থান পেয়েছে।

স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে ওয়ালটন পণ্য। এতে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার জোগান বাড়ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ব্র্যান্ডে পরিণত হওয়ার টার্গেট নিয়ে পরিকল্পিতভাবে ওয়ালটন কাজ করছে। ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ২০৩০ সালে বিশ্বের অন্যতম লীড ব্র্যান্ডে পরিণত হওয়ার টার্গেট নিয়ে কাজ করছে।

'হাইটেক শিল্প' ক্যাটাগরিতে ১ম স্থান অর্জন করায় ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হলো।

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কারখানার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

সুপার স্টার ইলেক্ট্রিক্যাল এক্সেসরিজ লিমিটেড

জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন
পরিচালক

হাইটেক শিল্প

২য় পুরস্কার

সুপার স্টার গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান সুপার ষ্টার ইলেক্ট্রিক্যাল এক্সেসরিজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি দেশের উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন রকমের সুইচ, সকেট, সিলিং রোড, রেগুলেটর, ২ পিন, ৩পিন প্লাগ, মাল্টিপ্লাগ ইত্যাদি পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করে দেশের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানির জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। প্রতিষ্ঠানটির সকল পণ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর উৎপাদিত পণ্যসমূহ আগুন প্রতিরোধক, মসৃন এবং দীর্ঘস্থায়ী যা আমদানিকৃত ভার্জিন রেজিন (পলি কার্বনেট) দিয়ে তৈরি। পণ্যমান উন্নয়ন এবং নতুন পণ্য উদ্ভাবনের জন্য প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে আলাদা রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইউনিট যার দক্ষ কর্মীরা লক্ষ্য পূরণে আগ্রহী এবং নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবনে নিয়োজিত আছে। ফলে সুপার ষ্টার ইলেক্ট্রিক্যাল এক্সেসরিজ লিমিটেড বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বিভিন্ন কালারের সুইচ, সকেট, মাল্টিপ্লাগ ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি উৎপাদন ও বাজারজাত করে আসছে।

ভোক্তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটিয়ে প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে মান অক্ষুন্ন রেখে আজ হয়ে উঠেছে দেশের অন্যতম ইলেক্ট্রিক্যাল এক্সেসরিজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ দুই দশক ধরে বাংলাদেশে বিশ্বমানের ও পরিবেশ বান্ধব বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রিক্যাল এক্সেসরিজ উৎপাদন ও বিপণন করে আসছে।

এ প্রতিষ্ঠানে বিশ্বমানের সর্বাধুনিক টেস্টিং টুলসের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়। এখানে গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও উন্নয়নের কাজ করা হয়। এভাবেই নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও উন্নয়ন এবং মানসম্পন্ন পণ্য বাজারজাতকরণের মাধ্যমে সুপার ষ্টার ইলেক্ট্রিক্যাল এক্সেসরিজ লিমিটেড দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

'হাইটেক শিল্প' ক্যাটাগরিতে ২য় স্থান অর্জন করায় সুপার স্টার ইলেক্ট্রিক্যাল এক্সেসরিজ লিমিটেডকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হলো।

সুপার স্টার ইলেক্ট্রিক্যাল এক্সেসরিজ লিমিটেডের কারখানার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও উৎপাদিত পণ্যের ছিরচিত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়

শিল্প মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
শিল্প পুরস্কার
২০২২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০ প্রাপ্তদের তালিকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০ প্রাপ্তদের তালিকা

ক্রমিক নং	পুরস্কারের ক্যাটাগরি	নাম ও পদবি	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
০১	বৃহৎ শিল্প ১ম পুরস্কার	তপন চৌধুরী ব্যবস্থাপনা পরিচালক	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ গ্রাম: সূত্রপুর, পোঃ+থানা: কালিয়াকৈর জেলা: গাজীপুর
০২	বৃহৎ শিল্প ২য় পুরস্কার	মোহাম্মদ ফায়জুর রহমান ভূঞা স্বত্বাধিকারী	জজ ভূঞা টেক্সটাইল মিলস নওয়াপাড়া, মাধবদী, নরসিংদী সদর, নরসিংদী
০৩	বৃহৎ শিল্প ৩য় পুরস্কার (যৌথ)	আব্দুল কাদির মোল্লা ব্যবস্থাপনা পরিচালক	আদুরী এ্যাপারেলস লিঃ কারারদী, শিবপুর, নরসিংদী
০৪	বৃহৎ শিল্প ৩য় পুরস্কার (যৌথ)	মোঃ নাছির উদ্দিন চেয়ারম্যান	ইউনিভার্সেল জিন্স লিমিটেড প্লট: ৯-১১, সেক্টর: ৬/এ, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম
০৫	মাঝারি শিল্প ১ম পুরস্কার (যৌথ)	আব্দুস সোবহান ব্যবস্থাপনা পরিচালক	অকো- টেক্স লিমিটেড দক্ষিণ পানিশাইল, জিরানী বাজার (বিকেএসপি)
০৬	মাঝারি শিল্প ১ম পুরস্কার (যৌথ)	মোঃ মিজানুর রহমান চেয়ারম্যান	ফরচুন সুজ লিমিটেড প্লট নং ৬৬-৬৮, বিসিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, কাউনিয়া, বরিশাল
০৭	মাঝারি শিল্প ২য় পুরস্কার	মুনাওয়ার মিসবাহ মঈন ব্যবস্থাপনা পরিচালক	রহিম আফরোজ রিনিউএবল এনার্জি লিমিটেড ইয়ারপুর, জিরাবো, আশুলিয়া, ঢাকা
০৮	মাঝারি শিল্প ৩য় পুরস্কার	মোঃ নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া লিটন ব্যবস্থাপনা পরিচালক	মাধবদী ডাইং ফিনিশিং মিলস্ লিঃ ছোটগদাইরচর, মাধবদী, নরসিংদী
০৯	ক্ষুদ্র শিল্প ১ম পুরস্কার	আমান উল্লাহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক	আমান প্লাস্টিক ইন্ডাষ্ট্রিজ ৩২, নয়াগাঁও, আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা-১২১১
১০	ক্ষুদ্র শিল্প ২য় পুরস্কার	সুমনা সুলতানা সাথী সিইও	এস আর হ্যান্ডিক্রাফটস চ/ও রোড, পাওয়ার হাউজ পাড়া, রাধানগর, পাবনা।

ক্রমিক নং	পুরস্কারের ক্যাটাগরি	নাম ও পদবি	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১১	ক্ষুদ্র শিল্প ৩য় পুরস্কার	আলীমুছ ছাদাত চৌধুরী চেয়ারম্যান	আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বিসিক শিল্প নগরী, গোটাটিকর, কদমতলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, জেলা-সিলেট
১২	মাইক্রো শিল্প ১ম পুরস্কার	মোঃ শাহীনুর আলম স্বত্বাধিকারী	মেসার্স কারুকলা হোল্ডিং-২২, ওয়ার্ড-২, আমলা পাড়া, জামালপুর
১৩	মাইক্রো শিল্প ২য় পুরস্কার	সাহিদা পারভীন স্বত্বাধিকারী	ট্রিম টেক্স বাংলাদেশ ১৬/৬ দক্ষিণ বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১২
১৪	মাইক্রো শিল্প ৩য় পুরস্কার	মোঃ ওলি উল্লাহ স্বত্বাধিকারী	জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং, সরোজগঞ্জ বাজার, চুয়াডাঙ্গা
১৫	হাইটেক শিল্প ১ম পুরস্কার	এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম চেয়ারম্যান	সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড বাড়ি-০৮, আব্বাস গার্ডেন, মহাখালী, ডিওএইচএস, ঢাকা-১২০৬
১৬	হাইটেক শিল্প ২য় পুরস্কার	মোঃ হারুন অর রশিদ পরিচালক	সুপার ষ্টার ইলেক্ট্রনিক লিমিটেড গোদনাইল, ভূঁইয়াপাড়া, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
১৭	হাইটেক শিল্প ৩য় পুরস্কার	মীর নাসির হোসেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক	মীর টেলিকম লিমিটেড রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
১৮	হস্ত ও কারু শিল্প ১ম পুরস্কার	মোঃ তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম স্বত্বাধিকারী	ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি গ্রাম-কির্ত্তুনীয়া পাড়া, পোঃ- গোড়ারহাট, থানা-নীলফামারী সদর, জেলা-নীলফামারী
১৯	হস্ত ও কারু শিল্প ২য় পুরস্কার	অনুপমা মিত্র নির্বাহী পরিচালক	আয়োজন ২২৬, নীলগঞ্জ তাঁতিপাড়া, যশোর
২০	হস্ত ও কারু শিল্প ৩য় পুরস্কার	হোসনে আরা ব্যবস্থাপনা পরিচালক	সোনারগাঁও নকশীকাথা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা গোয়ালদী, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ

ক্রমিক নং	পুরস্কারের ক্যাটাগরি	নাম ও পদবি	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
২১	কুটির শিল্প ১ম পুরস্কার	মোঃ শাহ্ জামাল স্বত্বাধিকারী	কুমিল্লা আর্টস এন্ড ক্রাফটস্ গ্রাম- আনন্দপুর হাজীবাড়ী, পো: ফকিরবাজার, উপজেলা: বুড়িচং, জেলা: কুমিল্লা
২২	কুটির শিল্প ২য় পুরস্কার	সাবিরা সুলতানা চেয়ারম্যান	রংমেলা নারী কল্যাণ সংস্থা (আরএনকেএস) ১৬৫/এ, মফিজুল ইসলাম আবাসিক এলাকা, চানমারী, চাষাড়া, উপজেলা: নারয়ণগঞ্জ সদর, জেলা: নারায়ণগঞ্জ
২৩	কুটির শিল্প ৩য় পুরস্কার	শাহিদা আক্তার মুন্নি ব্যবস্থাপনা পরিচালক	অগ্রজ চ-১০০/১, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২

শিল্প মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সময়ে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের স্থিরচিত্র

শিল্প মন্ত্রণালয়ের চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০' প্রদান অনুষ্ঠান

'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০' প্রদান অনুষ্ঠান

'সিআইপি (শিল্প) ২০২১' সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ৪টি প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ও আইপিআর বিষয়ক দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

এসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্যের বিক্রয়, বিপণন, প্রচার ও প্রসারে ১০ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

মাননীয় শিল্প মন্ত্রী, শিল্প প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় কর্তৃক শিল্প মন্ত্রণালয়ের ই-লাইব্রেরি উদ্বোধন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নীচতলায় স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় কর্তৃক কেরু এন্ড কোং লিঃ এর আখের জমি পরিদর্শন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার উদ্বোধন অনুষ্ঠান

বিএসটিআই এর হালাল সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২১ প্রদান অনুষ্ঠান

'রংপুরের শতরঞ্জি'র মোড়ক উন্মোচন

ডিএপি সার কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

আখ কর্তন ও আখ মাড়াইয়ে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সুগার কেইন কম্বাইন্ড হারভেস্টার

আইসিটি বিভাগের সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের MoU স্বাক্ষর

রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য নির্মিত গুদাম ও নির্মিত গুদামের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

সারের বাফার গোডাউন উদ্বোধন অনুষ্ঠান

'উদ্ভাবন, সুশাসন ও শুদ্ধাচার' শীর্ষক কর্মশালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়

শিল্প মন্ত্রণালয়
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.moind.gov.bd